তারিখ ... 10 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

সংবাদ

রা.বিতে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি

নজিরবিহীন ঘটনায় নিয়োগের ফাইলপত্র আটক করেছে দুর্নীতি দমন বিভাগ

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী : শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি-দলীয়করণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন বিভাগ এ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'টি বিভাগের নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় ফাইলপত্র জব্দ করেছে। খবর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রের। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে ফাইল জব্দের সঠিক তারিখ জানতে চাইলে সেটা জানাতে তারা অপারগতা প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তাও ফাইল তলব জব্দ করার কথা স্বীকার করেছেন। নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি-দলীয়করণের অভিযোগে দুর্নীতি দমন বিভাগ কর্তৃক ফাইল জব্দ করার ঘটনা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটাই প্রথম বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে, ফাইল জব্দ করা হয়েছে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স, ইসলামিক স্টাডিজ, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং সমাজকর্ম বিভাগের। এ ব্যাপারে জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা মনিরুল হক ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার সঙ্গে কথাও বলেছেন বলে সূত্র জানায়। তবে এ বিষয়ে জেলা দুর্নীতি দমন

ফাইলপত্র : পৃঃ ২ কঃ ৬

ফাইলপত্র : আটক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্তা কোন তথ্য সরবরাহ করা যাবে না । জানান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রটি আরও জানায়, রাজশাহী ।বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ, নিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ ।ং চাঞ্চল্যকর টেলিসংলাপের ঘটনায় গত ; শে জানুয়ারি রাজশাহীর সিনিয়র স্পেশাল জ আদালতে অ্যাডভোকেট আবু আসলাম নস্বার্থে বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের রেন। এর আগে আরও তিনটি মামলা য়ের করা হয়। আদালত আবু আসলামের য়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর ঞ্জুরির জন্য নথি পাঠান প্রধানমন্ত্রীর র্যালয়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর র্যালয় থেকে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কাছে দন্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়।

অ্যাডভোকেট আবু আসলামের দায়ের করা চাঞ্চল্যকর মামলায় বিবাদি করা হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারুকী, প্রক্টর, প্রফেসর নূরুল আবসার, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের সভাপতি খাজা জাকারিয়া আহমেদ চিশতী, রসায়ন বিভাগের সভাপতি প্রফেসর এম.আজহার আলী, খুলনা বিআইটির কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি আবুল হাশেম, রাবির ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আওরঙ্গজেব, আবদুর রহমান এবং বিভিন্ন বিভাগে 'অনিয়ম' এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ৮ জন শিক্ষকসহ ১৫ জনকে। ১৯৪৭ সালের ২ নম্বর দুর্নীতি দমন আইনের ৫/২ ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ধারায় দায়ের করা মামলার অভিযোগ আমলে নিয়ে আদালত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদনের লক্ষ্যে নথি প্রেরণের নির্দেশ দেয়।

মামলার আরজিতে বলা হয়েছে, রা.বির, আইসিটি বিভাগে গত বছরের ৬ই আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩টি স্থায়ী সহকারী অধ্যাপক ও ২টি প্রভাষক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ২৫শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে আওরঙ্গজেব ও আবদুর রহমানকে এবং আরও একটি সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে স্থায়ীভাবে প্রভাষক পদে ফয়সাল তারিককে নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া বিজ্ঞাপিত না হলেও একটি প্রফেসর পদের বিপরীতে প্রভাষক হিসেবে নূর আল সাকি ভূঁইয়াকে নিয়োগ দেয়া হয় অস্থায়ীভাবে। বিজ্ঞাপিত পদের সংখ্যা ছিল পাঁচ। কিন্তু সেখানে বিবাদিগণ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের .১২ ই নভেম্বর/২০০২ এর নির্দেশ ও বিধি লংঘন করে ৮ জন শিক্ষক নিয়োগ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে অস্থায়ীভাবে ৭ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। কর্তৃপক্ষ গত ২৯শে অক্টোবর আরও ৩ টি অস্থায়ী এবং ৩টি স্থায়ী প্রভাষক পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। স্থায়ী হবার আশায় ৩টি স্থায়ী পদের বিপরীতে আবেদন করেন অস্থায়ীভাবে কর্মরত ৭ জন শিক্ষক। এই ৬টি পদের মধ্যে ৩টি স্থায়ী পদের বিপরীতে কামরুল হাসান, মুকসিদুল হক ও মোরশেদুল আরেফিনকে এবং ৩টি অস্থায়ী পদের বিপরীতে আনিসুজ্জামান সিদ্দিক, এ.এন.কে জামান ও সাইফুল ইসলামকে নিয়োগ দেয়া হয়।

আরজিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃতদের স্থায়ী না করে আরও অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করা যায় না। তাছাড়া স্থায়ী পদের বিপরীতে কাউকে অস্থায়ী নিয়োগ দেয়াও বে-আইনি। আরজিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বিজ্ঞাপিত দু'টি পদের বিপরীতে ৪ জন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগে বিজ্ঞাপিত ৩ টি পদের স্থলে ৬ জন, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগে বিজ্ঞাপিত একটি পদের বিপরীতে ৪ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যা সরকারি আইন ও নির্দেশের স্পষ্ট বরখেলাপ। সমাজকর্ম বিভাগের প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশ ছাড়াই ৩ জনকে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। বাদি তার আরজিতে বলেন, বিবাদিরা ক্ষমতা ও অর্পিত দায়িত্বের চরম অবমাননা ও অপব্যবহার করে এসব নিয়োগ দিয়েছেন নিজেরা এবং অন্যদের আর্থিকভাবে লাভবান করার জন্যেই।

বাদি তার আরজিতে বলেন, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের উচ্চতর ডিগ্রিসহসহ একজন অধ্যাপক ও কয়েকজন সহকারী অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও উপাচার্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে কম্পিউটার বিষয়ে ডিগ্রি ও প্রশিক্ষণ না থাকা খাজা জাকারিয়া চিশতিকে সভাপতি পদে নিয়োগ দেন অন্য বিভাগ থেকে এনে। উপাচার্য (তার নিজ এলাকার) চিশতিকে ওই পদে নিয়োগ দিয়েছেন মূলত: এসব বেআইনি কাজ সম্পন্ন করার জন্য ও নিজ লাভবান হবার জন্য। বিবাদিগণ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সরকারি বিধান উপেক্ষা করে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করেছেন এবং নিয়োগকালে যোগ্যতমদের বাদ দিয়েছেন। এসব অনিয়ম প্রসঙ্গে টেলিফোন সংলাপ ও ক্যাসেটের উদাহরণ বিবেচনায় নিতে আদালতে আলোচিত সেই ক্যাসেটের একটি কপিও আলামত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।